দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সম্পাদকীয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

শিক্ষাখাতের নানান সঙ্কটের মধ্যে ইত্তেফাকে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বেশ কিছু এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে শিক্ষা কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানগুলির গভর্নিং বডির (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি)সহিত যুক্ত রাজনীতিবিদদের অনৈতিক কার্যক্রমে শিক্ষা উন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম ইহাতে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিটির অন্তঃকোন্দলে বেতন বন্ধ থাকিতেছে। কমিটির প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ইচ্ছানুযায়ী অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষকসহ অন্যান্য পদে নিয়োগ দেয়া হইতেছে। এইক্ষেত্রে অর্থের লেনদেন, এমনকি জাল সনদ ব্যবহারেরও ঘটনাও ঘটিতেছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে গভর্নিং বডি এবং মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে রহিয়াছে ম্যানেজিং কমিটি। স্কুল-কলেজে শিক্ষক-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষমতা গভর্নিং বডির ওপর ন্যস্ত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের একাধিক নির্দেশনা রহিয়াছে। কিন্তু স্কুল-কলেজগুলি এসব নিয়ম তোয়াক্কা করিতেছে না। উচ্চ আদালত ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরও ভর্তির ক্ষেত্রে রাজধানীর অনেক স্কুল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ হইতে লওয়া অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয় নাই। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের গভর্নিং পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের এই সকল বিষয়ে দেখভাল করিবার দায়িত্ব থাকিলেও, তাহাদেরই প্রশ্রয়ে এইসকল অবৈধ কার্যক্রম চলিতেছে।

২০০৯ সালের ৮ জুলাই জারি করা প্রজ্ঞাপনে কলেজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয় গভর্নিং বডিকে। প্রজ্ঞাপনে গভর্নিং বডি গঠনের দায়িত্বভার দেয়া হয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে। সংসদ সদস্য তাহার পছন্দ অনুযায়ী চারটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়া অন্য প্রতিষ্ঠানে তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে সভাপতি বা সদস্য পদে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সুযোগে সভাপতি এবং অন্যান্য পদে দলীয় নেতাকর্মীরা মনোনীত হইতেছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ এমন নেতাকর্মীরাও সভাপতি বা অন্যান্য পদে মনোনীত হইতেছেন। তবে ২০০৯ সালের পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিলেন। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর গভর্নিং বডির সভাপতি হন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও তাহাদের মনোনীতরা। এক সময় তাহারাও নানা অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনায় জড়াইয়া পড়েন। আবার অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষা উন্নয়নে তাহারা সময় দিতে পারিতেন না। ইহার প্রেক্ষাপটে পুনরায় জনপ্রতিনিধির হাতে গভর্নিং বডি তৈরির ক্ষমতা চলিয়া আসে ২০০৯ সালে।

দেখা যাইতেছে যে, যাহাদের হাতেই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকুক না কেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অনিয়ম দূর হইতেছে না। ঘুষ-দুর্নীতির কবলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি জর্জরিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি গঠিত হয়। কিন্তু সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যদি এত অনিয়ম থাকে তাহা হইলে জাতিগঠনের কাজটি পিছাইয়া যায়। রাজধানীর বাহিরে জেলা শহর কিংবা উপজেলাগুলিতে কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিই হয় আকর্ষণীয় কর্মক্ষেত্র। একটি কলেজ কিংবা স্কুলে চাকুরি পাইবার জন্য বেকার তরুণ-তরুণীরা মরিয়া হইয়া থাকেন। তাহাদের এই মরিয়া ভাবের কারণে দেখা যায় তীব্র প্রতিযোগিতা, যাহার অবকাশে পুরা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ঢুকিয়া পড়ে। এই দুর্নীতিরই সুবিধা লইতেছেন গভর্নিং বডির সদস্য রাজনীতিবিদরা। সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য রাজনীতিবিদদের এইক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। নিজ দল ক্ষমতায় থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানান সুযোগ-সুবিধা পাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ধারণাটি তাহাদের পরিত্যাগ করা উচিত। শিক্ষা খাতটিকে কলুষতাময় করিয়া তুলিলে ব্যক্তির লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জাতির ক্ষতি। অর্থের বিনিময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন অযোগ্য শিক্ষক কিভাবে জাতিগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিবেন? শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণে বিলম্ব কাম্য নহে।